Scanned with CamScanner

রথযাত্রা

১. স্নানপূর্ণিমা বা স্নানযাত্রা

২. অনবসরকাল বা অসুস্থলীলা

৩. নেত্রোৎসব বা নবযৌবন উৎসব

৪. গুণ্ডিচা মন্দির মার্জন

৫. রথযাত্রা (৯দিন ব্যাপী)

Scanned with CamSca

- ব্রহ্মার ১০০ বছর একসাথে বলা হয় "পরা"
- তার মধ্যে ৫০ বছর অতিক্রান্ত হলে বলা হয় "পরার্ধ"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার ৫০ বছর থাকেন নীল মাধব রূপে নীলগিরিতে ।
বাকী ৫০ বছর থাকেন জগন্নাথরূপে দারুব্রহ্ম প্রকাশে।

Scanned with CamSca

জগন্নাথ কখন আসলেন

(স্কন্দপুরাণের উৎকল খণ্ডের ১-১৯শ অধ্যায়ে বর্ণিত)

- ব্রহ্মার প্রত্যেক দিনকে এক একটি কল্প বলা হয়
- একদিনে ১৪ জন শাসন করেন-প্রত্যেক মনু ৭১ চতুর্যুগ শাসন করেন ।
- ব্রহ্মার দিনের বেলায় তারা শাসন করেন, আর রাত্রিতে সৃষ্টি প্রলয়ে নিমজ্জিত হয়।
- ৫১ তম বছরের প্রথমদিনের নাম শ্বেত বরাহ কল্প, এর আগের দিনের নাম

অর্থাৎ ৫০তম বছরের শেষ দিনের নাম - পদ্ম কল্প।

- বর্তমান কল্পের নাম শ্বেতবরাহ কল্প।
- শ্বেত বরাহ কল্পের ইতিমধ্যেই ৬জন মনুর শাসন শেষ, এখন সপ্তম মনু- বৈবস্বত শাসন করছেন।
- বর্তমানে বৈবস্বত মনুর ২৮তম চতুর্যুগ চলছে।
- কিন্তু জগন্নাথ আসলেন স্বায়ম্ভূব মন্বন্তরে (১ম মনু) সত্যযুগে ভগবান নীল মাধব রূপ ত্যাগ করে

জগন্নাথ রূপ ধারণ করেন।

- তখন ব্রহ্মার ৫ম অধঃস্তন মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের রাজত্ব।

Scanned with CamSca

- মহারাজ ইন্দ্রদূম্ন মন্দির নির্মাণের জন্যে বউল মালা নামক স্থান থেকে পাথর আনালেন এবং প্রতিষ্ঠা করলেন শ্রীমন্দির
- শ্রীমন্দিরটি শঙ্খক্ষেত্রের ঠিক নাভিমণ্ডলে বা মধ্যভাগে বা কেন্দ্রে "রামকৃষ্ণপুর" নামক গ্রাম স্থাপন করে সেখানে মন্দির নির্মাণ করলেন।
- মন্দিরটি মাটির নিচে ৬০ হাত এবং মাটির উপরে ১২০ হাত উচ্চতাবিশিষ্ট
- মন্দিরের উপর কলস এবং চক্র স্থাপিত হল
- ইন্দ্রদূম্ন রাজা ব্রহ্মলোকে যাওয়াতে দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হলে সেই মন্দির বালির নীচে চাপা পড়ে যায়।
- ঐ মধ্যবর্তী সময়ে "সূরদেব" সহ কয়েকজন রাজা রাজত্ব করার পর "গালমাধব" ঐ জায়গায় রাজত্ব করেন। আর গালমাধব রাজাই শ্রীমন্দির বালির নীচ থেকে উদ্ধার করেন।আর নিজের বলে দাবি করেন।
- ইন্দ্রদূম্ন রাজা পরবর্তীতে আসলে মালিকানা নিয়ে তর্ক হওয়াতে ভূষণ্ডী কাকের সাক্ষিতে প্রমানিত হয় মূল মালিকানা।
- ভূষণ্ডী কাকের ইতিহাস – পূর্বজন্মে অশ্বশিরা ঋষী ছিলেন।
- গর্গসংহিতার বৃন্দাবন খণ্ড থেকে বেদশ্বিরা ঋষী ও অশ্বশ্বিরা ঋষী = কালীয়নাগ ও ভূষণ্ডী কাক।

Scanned with CamSca

দ্বাপর যুগে রথযাত্রার ৩টি অদ্ভূত লীলা

১. শ্রীমতী রাধারাণী সহিত সমস্ত গোপীকারা কৃষ্ণ বলরামকে কুরুক্ষেত্র থেকে বৃন্দাবনে মানস রথে চড়িয়ে নিয়ে গেলেন।

২. অক্রুরের দ্বারা রথে চড়ে ভগবান লীলা করেন

৩. দ্বারকা থেকে নারদমুণি ও উদ্ধব কর্তৃক কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রাকে ৩টি ভিন্ন রথে বৃন্দাবনে প্রেরণ

Scanned with CamSca

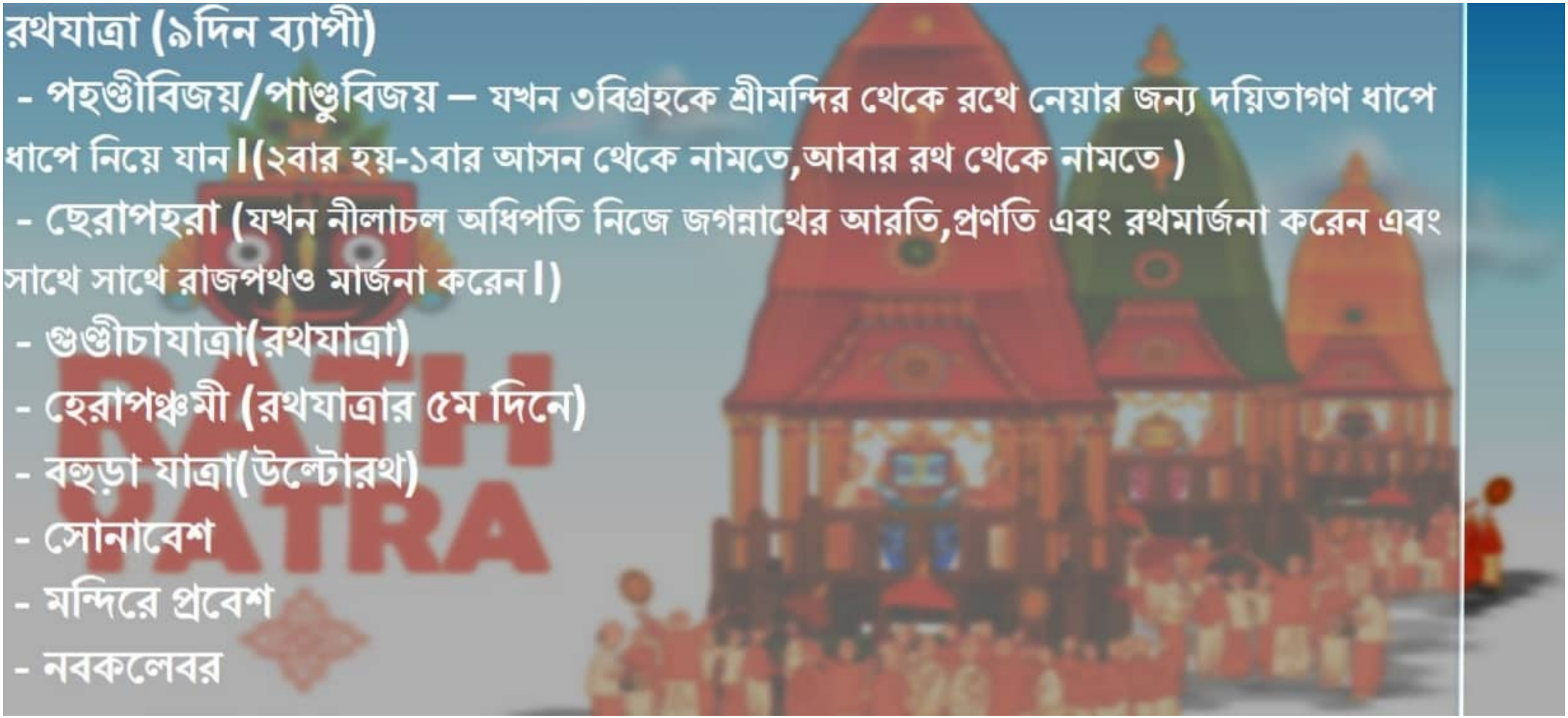

Scanned with CamSca

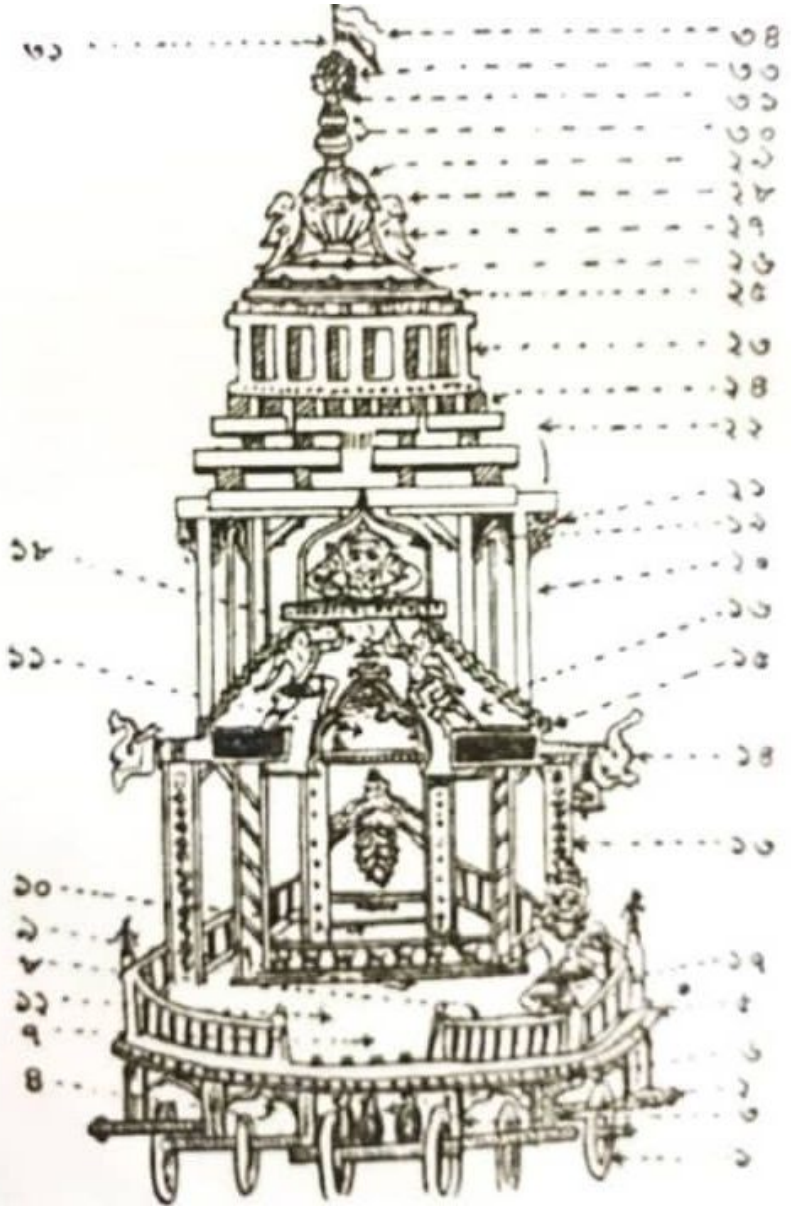

রথের নিম্নভাগ হইতে বিভিন্ন অংশের নাম

১—চক (চাকা)
২—দাণ্ডিআ
৩—অর
৪—বাঙ্কি
৫—হংসপটা
৬—কণি
৭—শঙ্খদ্বার
৮—জালি
৯—গাঈপটা
১০—সিংহাসন
১১—কলকমুণ্ডাই
১২—ভূমি
১৩— ষোলনাহাক
১৪—মকরদণ্ডা
১৫—বসন্ত
১৬—দুআরঘোরা
১৭—সারথিপীড়
১৮—কুম্ভপটি
১৯—রাহুপটি
২০—আঠনাহাকা
২১—বাঙ্কি
২২—পীড়
২৩—চাষীপটা
২৪—দণ্ডা
২৫—পারাভাড়ি
২৬—খপুরী
২৭—পাদ
২৮—ওলটণ্ডআ
২৯—দধিনউতি
৩০—কলস
৩১—কষ্ঠি
৩২—দণ্ড
৩৩—চক্র
৩৪—কপিকেতন

Scanned with CamSca

Scanned with CamSca

উৎকল/উড্রদেশ
(শঙ্খক্ষেত্র)

ভুবনেশ্বর(চক্রক্ষেত্র)

কোণার্ক (পদ্মক্ষেত্র)

জাজপুর (গদাক্ষেত্র)

Scanned with CamSca

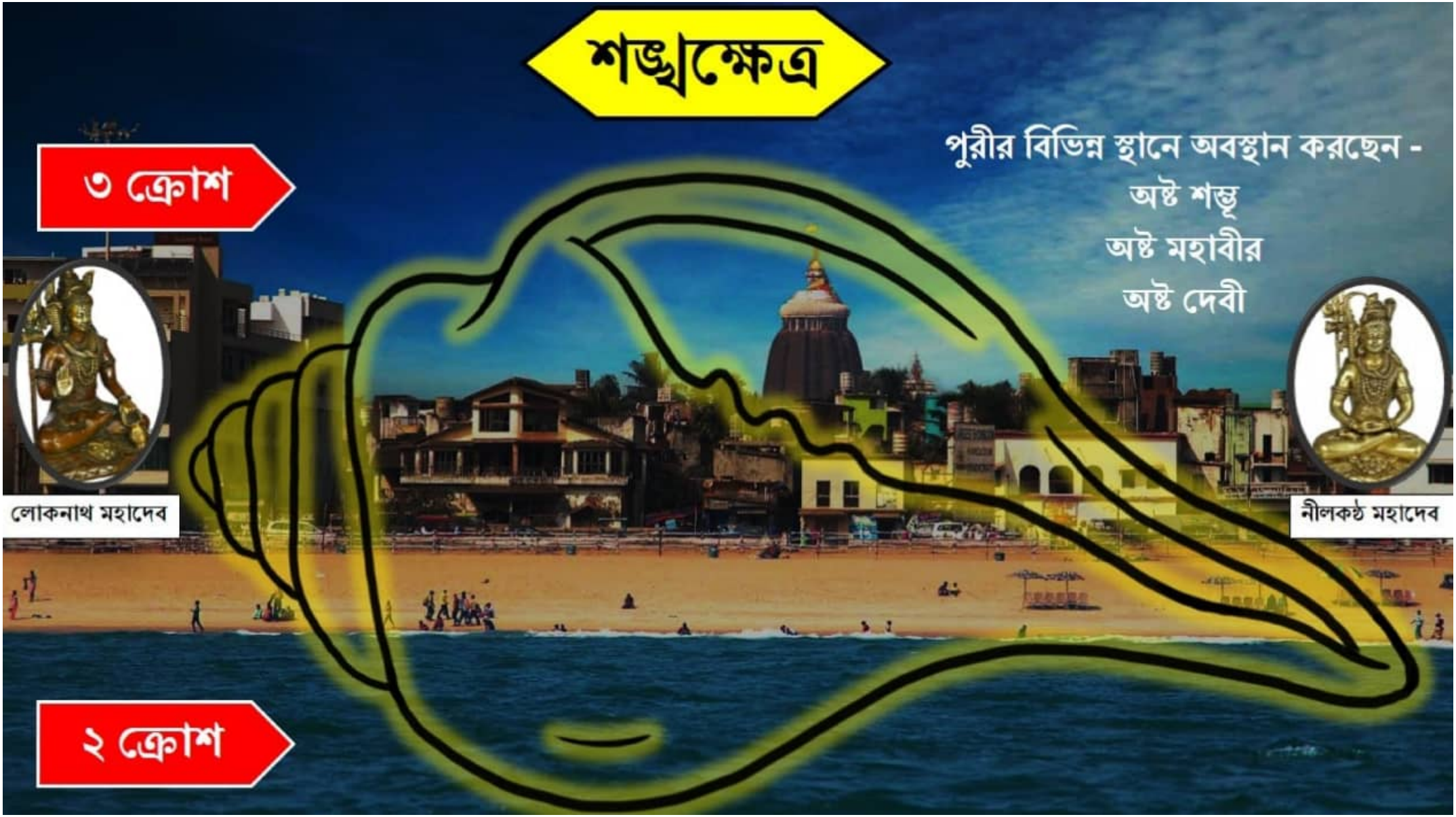

Scanned with CamSca

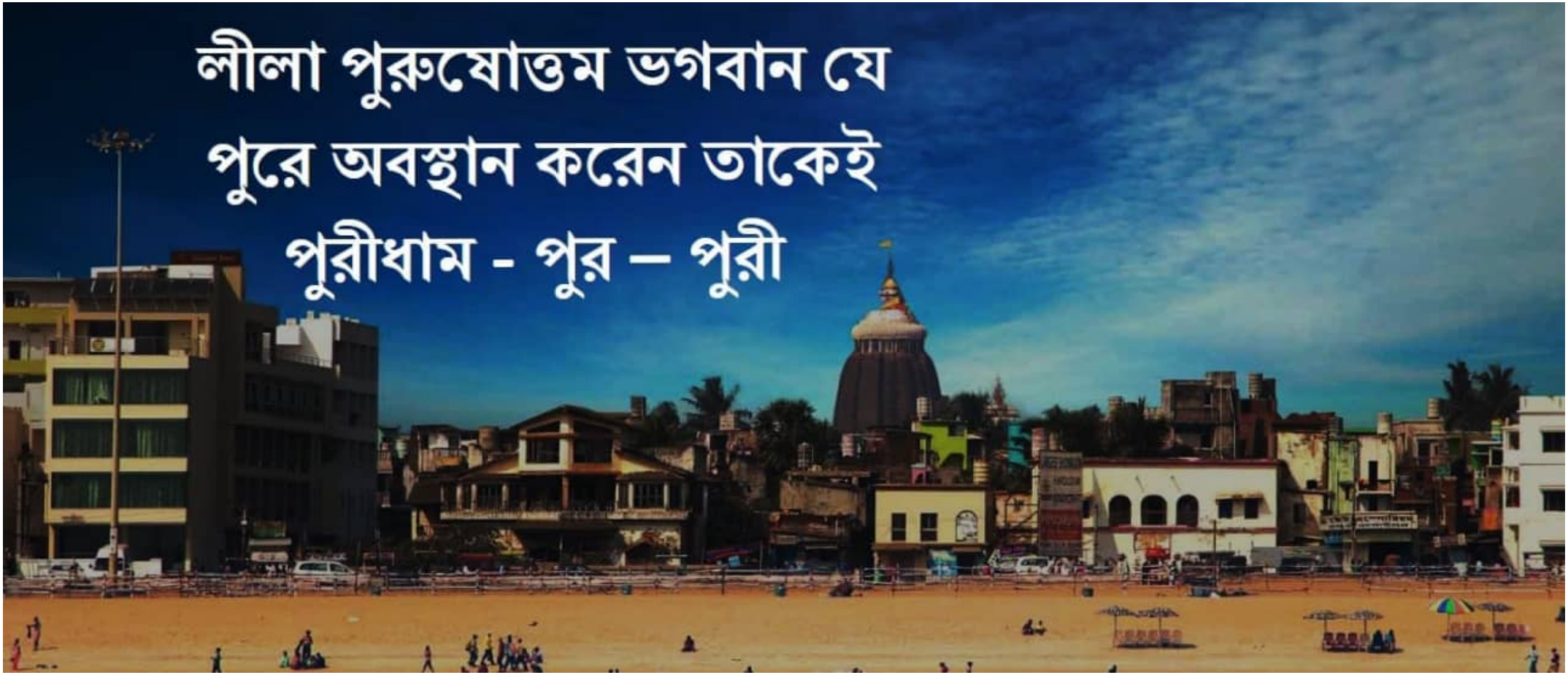

Scanned with CamSca

Scanned with CamSca

জগন্নাথের রথঃ

নামঃ নন্দীঘোষ/গরুড়ধ্বজ/কপিধ্বজ

কাপড়ের রংঃ লাল ও হলুদ

রথের উচ্চতাঃ ১৩.৫ মি. (৪৫ ফুট), ২৩ হাত।

চাকাঃ ৫ হাত পরিধি বিশিষ্ট ১৮টি চাকা (বর্তমানে ১৬), যা অষ্টাদশ সিদ্ধি।

সারথিঃ মাতলি

রথের রক্ষকঃ গরুড় ও নৃসিংহ

দ্বার-রক্ষকঃ জয়-বিজয়, ইন্দ্র ও ব্রহ্মা এবং ঋষিপাটায় সপ্তর্ষিগণ

রথের অস্ত্রঃ শঙ্খ ও চক্র

রথের শক্তিঃ বিমলা ও বিরজা

ঘোড়াঃ শ্বেতবর্ণের ৪টি(রেচিকা,মোচিকা, সূক্ষ্মা ও অমৃতা)

পার্শ্বদেবতাঃ দক্ষিণে বরাহ,গোবর্ধন-কৃষ্ণ ও গোপী-কৃষ্ণ পশ্চাতে নৃসিংহ,রাম ও নারায়ণ। বামে ত্রিবিক্রম,হনুমান ও রুদ্র।

রথের দড়ির নামঃ শঙ্খচূড়

রথের মুখঃ নন্দীমুখ

Scanned with CamSca

সুভদ্রার রথঃ

নামঃ পদ্মধ্বজ/দেবদলন

কাপড়ের রংঃ লাল ও কালো

রথের উচ্চতাঃ ১২.৯ মি.(৪৩ ফুট), ২১ হাত ।

চাকাঃ ৪ হাত পরিধি বিশিষ্ট ১৪টি চাকা (মতান্তরে ১২), যা চৌদ্দভূবন ।

সারথিঃ অর্জুন

রথের রক্ষকঃ বনদূর্গা

দ্বার-রক্ষকঃ গঙ্গা-যমুনা, শ্রীদেবী ও ভূদেবী এবং ঋষিপাটায় অষ্টভৈরব

ঘোড়াঃ লাল বর্ণের ৪টি (অধর্ম,অজ্ঞান,অপরাজিতা ও জ্যোতিনী)

পার্শ্বদেবতাঃ দক্ষিণে চণ্ডী,চামুন্ডা ও উগ্রতারা। পশ্চাতে বনদূর্গা,শূলীদূর্গা ও বারাহী। বামে শ্যামকালী, মঙ্গলা ও বিমলা।

Scanned with CamSca

বলদেবের রথঃ

নামঃ তাল চিহ্নযুক্ত তালধ্বজ/হলধ্বজ

কাপড়ের রংঃ লাল ও সবুজ

রথের উচ্চতাঃ ১৩.২ মি.(৪৪ ফুট), ২২ হাত।

চাকাঃ ৪.৫ হাত পরিধি বিশিষ্ট ১৬টি চাকা (মতান্তরে ১৪), যা ষোড়শ কলা ।

সারথিঃ সুদ্যুম্ন

রথের রক্ষকঃ শেষাবতার

দ্বার-রক্ষকঃ নন্দ-সুনন্দ, রুদ্র ও সাত্যকী এবং ঋষিপাটায় অষ্টবসু

রথের অস্ত্রঃ হল ও মুষল

রথের শক্তিঃ ব্রহ্মা ও শিব

ঘোড়াঃ কৃষ্ণবর্ণের ৪টি (স্থিরা,ধৃতি,স্থিতি ও সিদ্ধা)

পার্শ্বদেবতাঃ দক্ষিণে গণেশ,কার্তিকেয় ও সর্বমঙ্গলা। পশ্চাতে প্রলম্বঘ্ন,হলায়ুধ ও মৃত্যুঞ্জয়। বামে নাটাম্বর, মহেশ্বর ও শেষদেব।

Scanned with CamSca